যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ডিজিটাল মনিটরিংয়ে ৪৬৬ প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রেটিং শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ৪৬৬ বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রেটিং কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। অনলাইনে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন, তদারকি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ রেটিং তৈরি করবে। এরপর কারিগরি প্রতিষ্ঠানের তালিকা তিন ক্যাটাগরি করে প্রকাশ করবে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষক, অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি সুবিধা, স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ ২০ পয়েন্টে নম্বর দেয়া হবে

মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর রেটিং সংক্রান্ত সফটওয়্যার উদ্বোধন করেন। এ সময় কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রওনক মাহমুদ, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সচিব নায়েব আলী মণ্ডল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ৩০টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ ও পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বরিশালের ইনফ্রা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান ইমরান চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির চেয়ারম্যান আবদুল আজিজ, বগুড়ার বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের পরিচালক জাকির হোসেন প্রমুখ।

'অনলাইন ইন্সপেকশন, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন : নন-গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট' নামে এই সফটওয়্যারের অধীনে প্রতিষ্ঠানের ২০টি দিক মূল্যায়ন ও পরিদর্শনের আওতায় আসবে। এগুলো হচ্ছে— প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্য, জমির পরিমাণ, ভবনের জায়গা, অবকাঠামোগত সুবিধা,

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বেসরকারি পলিটেকনিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ল্যাবরেটরি ওয়ার্কশপ, ফার্নিচার, প্রতিষ্ঠানের তহবিল, বিদ্যুৎ সুবিধা ও শিক্ষক-কর্মচারী। আরও আছে— প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি, অষ্টম সেমিস্টারে ফলাফল, ধারাবাহিক মূল্যায়নের তথ্য, কো-কারিকুলাম অ্যাকটিভিটি, পারিবেশিক মতামত, প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, প্রকাশনা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ইন্সটিটিউট মনিটরিং কার্যক্রম। অনুষ্ঠানে কারিগরি সচিব বলেন, এ সফটওয়্যার কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কেননা এটির সফল প্রয়োগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনটির কী মান ও অবস্থা, তা চিহ্নিত করা যাবে। আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের তালিকা যখন প্রকাশ পাবে, তখন তারা অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের চাপেই মান উন্নয়নে সক্রিয় হবে। দেশে ৫১৫টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আছে। এর মধ্যে ৪৬৬টি বেসরকারি। বাকিগুলো সরকারি। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধিকাংশের মান নিয়েই প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। আইনে নির্দিষ্ট ভূমি ও অবকাঠামোতে প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা। কিন্তু অন্তত ১৬৮টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। ৫-৬ বছর আগে এসব প্রতিষ্ঠান বোর্ড থেকে অনুমোদন নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠে। এগুলো মনিটরিংয়ে সরকারি সীমাবদ্ধতা আছে বলে খোদ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক বলেন, লোকবলের অভাবে বোর্ডের পক্ষে সব প্রতিষ্ঠান সমানভাবে সার্বক্ষণিক তদারকি সম্ভব হয় না। তাই ডিজিটাল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে রেটিংয়ের এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রেটিংয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০টি দিক আনা হবে। প্রত্যেক পয়েন্টে ১০ নম্বর থাকবে। সব মিলিয়ে ২০০ নম্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূল্যায়ন করা হবে। এরপর সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পজিশন (অবস্থান) নির্ধারণ করা হবে।